জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৬

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬

১৫ অক্টোবর ২০১৬

উন্নত স্যানিটেশন সুস্থ জীবন

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৬ আশ্বিন ১৪২৩
০১ অক্টোবর ২০১৬

জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্যানিটেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশব্যাপী জনগণের মাঝে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করাই জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ স্যানিটেশন কর্মসূচিতে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। এ সাফল্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা এবং গণমাধ্যমসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বিত সহায়তা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য দেশব্যাপী স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো মনোযোগী হতে হবে এবং দেশের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। আমি আশা করি দেশব্যাপী 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

স্যানিটেশন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রযাত্রা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ পানি ও স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারে স্যানিটেশনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে যা দেশের স্যানিটেশন আন্দোলনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালায় স্যানিটেশনের উচ্চ গুরুত্ব এই অঙ্গীকারসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালা, কৌশলপত্র, এবং নির্দেশিকায় নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী সম্প্রদায়, ক্ষতিগ্রস্থ এবং ছিন্নমূল ও ভাসমান দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমধারায় আনার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০১৬" গৃহীত হলে বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে একটি "রেগুলেটরী কমিশন" গঠিত হবে যা স্বাধীনভাবে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ট্যারিফ, সেবার মান এবং জনগণের স্বার্থ নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সকল কার্যক্রমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো। স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় স্যানিটেশন টাস্কফোর্স ও স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েটে গঠন করা হয়েছে। দেশব্যাপী স্যানিটেশন প্রচারণার অগ্রযাত্রায় টাস্কফোর্স মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করছে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়েও স্যানিটেশন উন্নয়নকল্পে টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে এবং ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে "জাতীয় স্যানিটেশন মাস" উদযাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহবানে ১৫ অক্টোবর দিনটি সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও "বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস" হিসেবে উদযাপন করে আসছে। এ বছর জাতীয় স্যানিটেশন মাসের মূল প্রতিপাদ্য - "উন্নত স্যানিটেশন সুস্থ জীবন" এবং বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের মূল প্রতিপাদ্য - "হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ি"। স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও র‍্যালিসহ নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কয়েকটি ওয়াসা ও এলাকা ব্যতীত দেশব্যাপী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী সংস্থা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সংস্থা যেমন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহও স্যানিটেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে যা সেক্টরের উন্নয়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

স্যানিটেশনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) -র লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে মৌলিক স্যানিটেশনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা। ইউনিসেফ-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি, ২০১৫) প্রতিবেদন অনুযায়ী এমডিজি সময়কাল শেষে বিশ্বে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাপ্রাপ্তদের হার ৫৪ শতাংশ থেকে ৬৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লিখিত বৈশ্বিক এমডিজির লক্ষ্যমাত্রার (৭৭ শতাংশ) চেয়ে ৯ শতাংশ কম। বাংলাদেশে ২০০৩ সালে প্রথমবারের মত দেশব্যাপী স্যানিটেশন বেইজ লাইন জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের তথ্য অনুযায়ী দেশে উন্নত স্যানিটেশনের কাভারেজ ছিল ৩৩ শতাংশ এবং মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করত যাদের কোন ল্যাট্রিন ছিল না। জেএমপি, ২০১৫ প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে দেশের ৬১ শতাংশ মানুষ উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, ১০ শতাংশ মানুষ অনুন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ২৮ শতাংশ মানুষ শেয়ারড ল্যাট্রিন ব্যবহার করে (ডব্লিউএইচও/ইউনিসেফ, ২০১৫)। অর্থাৎ দেশে উন্নত স্যানিটেশন কাভারেজ ২০০৩ সালের অবস্থা থেকে প্রায় ২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য উন্নত স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যাপ্ত ও সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী ও কিশোরীদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে এমডিজিতে মূল লক্ষ্য ছিল স্যানিটেশনের হার ৭৭% শতাংশে উন্নীত করা এবং সেখানে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" (এসডিজি) -র মূল লক্ষ্য হচ্ছে শতভাগ উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করাসহ মানববর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করা। এর পাশাপাশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যেমন - বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রে স্যানিটেশনের বিষয়টি। ২০১৪ সালে পরিচালিত জাতীয় হাইজিন জরিপ থেকে দেখা যায় যে, দেশের ৮৪% বিদ্যালয়ে উন্নত টয়লেট আছে; কিন্তু মাত্র ৩৫% বিদ্যালয়ে পানি ও সাবানসহ হাত ধোয়ার সুবিধা রয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ৪০% ছাত্রী মাসিক ঋতুকালীন সময়ে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। হাসপাতালের স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি হতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ৯৯% হাসপাতালে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ টয়লেট আছে। তবে, ১৯% হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য আলাদা টয়লেট নেই এবং ২৭% হাসপাতালে নার্স বা অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেট নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল ৪৬১৯ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের চেয়ে ৫০৬ কোটি টাকা বেশি। তবে, স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ পানি সরবরাহের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ কম। উপরের চিত্রে বিগত বছরগুলোতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বরাদ্দ ও স্যানিটেশনে অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে।

যে সকল বিষয় স্যানিটেশনের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ভৌগলিক দিক থেকে দুর্গম যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় ও পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদি পিছিয়ে থাকা এলাকায় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য সাশ্রয়ী এবং উপযুক্ত টয়লেট প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণে বরাদ্দ যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬-এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হল- "পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও সুদৃঢ়করণ"। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও দেশী এনজিও, গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি অনন্য অংশীদারিত্বমূলক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জোরালো রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং -এর কোন বিকল্প নেই। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রযুক্তি ও পন্থার উন্নয়নও অপরিহার্য। এজন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। পানি ও স্যানিটেশন খাতে বিভিন্ন বহুজাতিক আর্থিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ এবং বেসরকারির অগ্র সংগঠনসমূহ হতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবত সাহায্য পেয়ে আসলেও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে পানি ও স্যানিটেশন খাতে আন্তর্জাতিক সাহায্য নিম্নমুখী, যা স্যানিটেশন সম্প্রসারণসহ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত স্যানিটেশনের ঝুঁকি মোকাবেলাকে কঠিন করে তুলেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। এক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ প্রাতিষ্ঠানিক রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক এবং যথাযথ বাস্তবায়ন কৌশল প্রণীত হচ্ছে। দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে এ সকল পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের চিত্র মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে স্যানিটেশন কভারেজ, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মূল, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে টেকসই সেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্যবিধির আচরণগত পরিবর্তন। পাশাপাশি মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে যানবাহন, বাজার ও কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাকে অন্তর্ভূক্ত করে পর্যাপ্ত, যথাযথ এবং নিরাপদ প্রাতিষ্ঠানিক স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের টেকসই স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে কার্যকরী ও সমন্বিত পদ্ধতি যেমন - স্যানিটেশন নিরাপত্তা পরিকল্পনা, স্যানিটেশন মার্কেটিং ইত্যাদি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর। আশা করা যাচ্ছে, জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশনের উন্নয়নের সামাজিক আন্দোলন আরও বেগবান হবে এবং ফলশ্রুতিতে "রূপকল্প ২০২১", সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশ সকলের চেয়ে এগিয়ে যাবে।

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪২৩
০১ অক্টোবর ২০১৬

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের মত 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' ও 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্যানিটেশন শুধুমাত্র মৌলিক অধিকারই নয়, এর সাথে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ প্রায় সব মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত। স্যানিটেশনের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের সরকার সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি পালন করছে। স্যানিটেশন সুবিধা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা বাস্তবমুখী কৌশলপত্র ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় স্যানিটেশন মাস, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপনসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অনিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

জাতিসংঘ স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে স্যানিটেশন অন্যতম। শুধুমাত্র হাতধোয়ার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্তর্জাতিকভাবে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হচ্ছে। প্রতিবছর স্যানিটেশন মাস অক্টোবরে আমরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনচেতনতা সৃষ্টি করতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। গত সাড়ে সাত বছরে আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে স্যানিটেশন আজ সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। আমি আশা করি, এই সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জনসচেতনামূলক এ আয়োজন সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' ও 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানুষের সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য যে কয়টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে তার মধ্যে স্যানিটেশন অন্যতম। এ কারণেই স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশে স্যানিটেশন খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আমরা "জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬" এবং ১৫ অক্টোবর "বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস" উদযাপন করছি।

স্যানিটেশন বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, যা আজ দেশ-বিদেশে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। ২০১৬ সাল থেকেই আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছি। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি টার্গেট ৬.১ ও ৬.২ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই লক্ষ্যমাত্রা ও টার্গেট গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আরো দক্ষ ও কৌশলী হতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-য় স্যানিটেশনের পরিধিকে বিস্তৃত করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মলত্যাগের পাশাপাশি স্যানিটেশন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, হাইজিন ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্যানিটেশনের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে আমাদের ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত বিষয়গুলো। তবে এসকল বৈরী অবস্থা মোকাবেলা করে স্যানিটেশনের এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। এজন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে যে সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়েছে, তাকে আরো বেগবান করা হবে। স্যানিটেশন আজ বিশ্বে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এই মানবাধিকার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হব। আমি আশাকরি, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলে এ লক্ষ্য অর্জনে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমাদের পাশে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবেন।

আমি "জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬" এবং ১৫ অক্টোবর "বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬" এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

বাণী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যবান নাগরিকই জাতীয় উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। আর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার অপর্যাপ্ততা দেশে স্বাস্থ্যমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হিসাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ ডায়রিয়া ও অপুষ্টি। আর ডায়রিয়াসহ পেটের পীড়া, কৃমি, আমাশয়সহ শতকরা ৮০ ভাগ সংক্রামক রোগ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের অভাব ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন না করার কারণে হয়ে থাকে।

এক দশক জুড়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ সেবা সুবিধার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য-সুফলের দিক থেকে এখনো কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন শিশু ডায়রিয়াজনিত রোগে মারা যাচ্ছে। এখনো বাংলাদেশে প্রতিবছর ডায়রিয়ায় ৫ বছরের কম বয়সী লক্ষাধিক শিশু মৃত্যুবরণ করে। স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন পূর্বশর্ত হলেও ল্যাট্রিন ব্যবহার, হাত ধোয়ার অভ্যাসসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যাভ্যাস মানুষের মধ্যে তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি হলেও শিশুরা পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি বহন করেই চলেছে। অন্য অর্থে, রোগ সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য কেবলমাত্র ভৌত সুবিধাদিই যথেষ্ট কার্যকর নয়। দেশের প্রধানতম উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হলো পানি ও স্যানিটেশন-সংক্রান্ত রোগ সংক্রমণের পথটি সংকুচিত করতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সাথে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির প্রাপ্যতার সম্মিলন ঘটানো।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যাভ্যাসের আলোকপাত ও পানি সরবরাহের সাথে সাথে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে স্থানান্তরিত হয়েছে। উদ্ভব ঘটেছে জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন পন্থার, যার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের বিষয়গুলো বিবেচিত।

আমি আশা করছি, স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন বাংলাদেশকে স্বাস্থ্য সুফলের মানদণ্ডে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে এবং স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ নাসিম, এম.পি

বাণী

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মল পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত না হলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। তাই স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক।

বর্তমান সরকার সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমানে নদী-নালা, খাল-বিলের পাশে ঝুলন্ত ল্যাট্রিন নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান বেগবান করার জন্য সরকার অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে উদযাপন করে আসছে।

দেশের সকল নাগরিকের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৬'-এর সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতি বছরের মতো এবারও অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং ১৫ অক্টোবরকে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস হিসেবে উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশে স্যানিটেশন আন্দোলন ইতোমধ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও উন্নত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজনীয় টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি জরুরি হয়ে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের সকল মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে। এসব পরিদর্শনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল ও টয়লেট ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিষয় বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' এ সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি

বাণী

মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বিপুল জনগোষ্ঠী সম্বলিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করাসহ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা দেয়া এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সরকার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অত্যন্ত যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করে আসছে। এ লক্ষ্যে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নয়, শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নেও স্যানিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির অভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় শিশুরা। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে রোগের কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে। সার্বিক স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার করার ফলে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য চলমান প্রকল্প পিইডিপি-৩ এর আওতায় আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন ও অত্যাধুনিক ওয়াশ ব্লক নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যার মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সহজেই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। স্যানিটেশন আন্দোলনকে বেগবান করতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়নসহযোগী সংস্থা, বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং মিডিয়া একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জন যেমন সফল হয়েছে, তেমনি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনেও বাংলাদেশ সফলকাম হবে বলে আশা ব্যক্ত করছি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের আপামর জনগোষ্ঠিকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' উদ্‌যাপন সফল হোক। এ আন্দোলনকে চূড়ান্ত সফলতা প্রদানে আপনাদের সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যবান নাগরিকই জাতীয় উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে হলে সর্বাগ্রে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তাই সরকারের স্যানিটেশন সংক্রান্ত অঙ্গীকার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিপুল উৎসাহে অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১৬' হিসেবে উদ্‌যাপন করছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ-তা হলো, ২০০৩ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ। সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ধরণের গণমুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের বর্তমান হার দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা এবং সর্বোপরি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূরণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১৬' এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এ মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস "অক্টোবর ২০১৬" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এম.পি

বাণী

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে হলে সকলের জন্য এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে সরকারের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে প্রতি বছর অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবছর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ আন্তর্জাতিকভাবে 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' ঘোষিত হওয়ায় আমাদের স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' ও 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নানামুখী সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

"উন্নয়নের গণতন্ত্র, শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র" এই শ্লোগানকে ধারণ করে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এখন কোন না কোন ধরণের ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। এ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, উন্নয়নকর্মী, গণমাধ্যমসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সাফল্য আজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১৬' ও 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬' সফল হোক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল মালেক
সচিব

বাণী

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য উন্নত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা একটি অন্যতম শর্ত। দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে হলে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশব্যাপী স্যানিটেশনে সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস, অক্টোবর ২০১৬' উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **'উন্নত স্যানিটেশন, সুস্থ জীবন'**-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযথভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের গতিকে আরো বেগবান করা সম্ভব হবে। যা এ-যাবৎ অর্জিত সাফল্যকেও ধরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্যানিটেশন সেক্টরে বাংলাদেশ বর্তমানে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। ২০০৩ সালের পরিচালিত স্যানিটেশন সংক্রান্ত বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৩৩ ভাগ পরিবার মৌলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় ছিল। জেএমপি (JMP), ২০১৫ প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে দেশের ১ শতাংশ মানুষ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মৌলিক বা বেসিক স্যানিটেশনের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান খুব কাছাকাছি হলেও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশী সচেষ্ট হতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'-এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার (হাইজিন) বিষয়ে লক্ষ্য হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করাসহ খোলা জায়গায় মলত্যাগ নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা। প্রতি বছরের মতো অক্টোবর মাস স্যানিটেশন মাস হিসাবে উদ্‌যাপন সে প্রচেষ্টারই একটি অংশ। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও স্যানিটেশন সেক্টরে এযাবৎ অগ্রগতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

সকলের জন্য উন্নত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে এ সেক্টরে আরও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কারন স্যানিটেশন খাতে বিনিয়োগ করলে তা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। উপরন্তু স্যানিটেশন খাতে আমাদের অর্জনের যে গৌরব রয়েছে তাকে আরো মহিমান্বিত করার জন্য স্যানিটেশনে শতভাগ সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। স্যানিটেশন আন্দোলনকে গতিশীল ও বেগবান করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অবিস্মরণীয় অবদান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সামাজিক এবং পরিবেশগত এই সমস্যার সমাধানে আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে একটি সাফল্যের ইতিহাস রচনা করব।

মোঃ ওয়ালী উল্লাহ

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

MAX Foundation · World Health Organization Country Office for Bangladesh · NGO FORUM FOR PUBLIC HEALTH · WaterAid · OXFAM · Lifebuoy · WSUP Water & Sanitation for the Urban Poor · DSK দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র · PRACTICAL ACTION · WASH ALLIANCE Bangladesh · unicef · Terre des hommes · PLAN INTERNATIONAL · Savlon · ACTION CONTRE LA FAIM · UST Unnayan Shahojogy Team · THE WORLD BANK IBRD · IDA · freedom Sanitary Napkin · brac · WASA